স্মারক নং-৪২.০৫.০০০০.০০০.০৭.০৩২.১৬-৫৭৪

তারিখঃ ২৭ ফাল্গুন ১৪২৯ বঃ / ১২ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৯৯৬ সনে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় ২০২৩ সনের ০১ জানুয়ারি হতে ১০ মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত।

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ তারিখে স্বাক্ষরিত গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দশ দিন-ওয়ারী ভিত্তিতে চুক্তির সংলগ্নি ১-অনুযায়ী নিম্নবর্ণিতভাবে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার প্রবাহ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বণ্টন করা হয়ঃ

ফারাক্কায় পানি প্রাপ্যতা	ভারতের অংশ	বাংলাদেশের অংশ
৭০,০০০ কিউসেক বা কম	৫০%	৫০%
৭০,০০০ কিউসেক থেকে ৭৫,০০০ কিউসেক	অবশিষ্ট প্রবাহ	৩৫,০০০ কিউসেক
৭৫,০০০ কিউসেক বা বেশী	৪০,০০০ কিউসেক	অবশিষ্ট প্রবাহ

তবে শর্ত আছে যে, বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই ১১ মার্চ থেকে ১০ মে সময়কালে একটি বাদ দিয়ে একটি দশ দিন-অনুক্রমে গ্যারান্টিযুক্তভাবে ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে। সে অনুসারে বাংলাদেশ ১১-২০ মার্চ, ০১-১০ এপ্রিল এবং ২১-৩০ এপ্রিল এ তিনটি দশ দিন-এ গ্যারান্টিযুক্ত ৩৫,০০০ কিউসেক গঙ্গার পানি পাবে। অন্যদিকে ভারত ২১-৩১ মার্চ, ১১-২০ এপ্রিল এবং ০১-১০ মে এ তিনটি দশ দিন-এ গ্যারান্টিযুক্ত ৩৫,০০০ কিউসেক গঙ্গার পানি পাবে। ২০২৩ সনের ০১ জানুয়ারি হতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৯৬ সনের চুক্তির উপরোক্ত সূত্রমতে ফারাক্কায় গঙ্গার পানি বণ্টন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলতি বছর ০১ জানুয়ারি হতে ১০ মার্চ পর্যন্ত ভারত ও বাংলাদেশ যে পরিমাণ গঙ্গার পানি পেয়েছে তার উপাত্ত নিম্নরূপঃ

(পানির পরিমাণ কিউসেকে)

সময়		ফারাক্কায় প্রাপ্ত গঙ্গার পানির মোট পরিমাণ	চুক্তির সংলগ্নি-১ এর বণ্টন ফর্মূলা অনুযায়ী				বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতু পয়েন্টে প্রাপ্ত পরিমাণ
			ফারাক্কায় প্রাপ্য বাংলাদেশের হিস্যা	ফারাক্কায় প্রাপ্ত বাংলাদেশের হিস্যা	ফারাক্কায় প্রাপ্য ভারতের হিস্যা	ফারাক্কায় প্রাপ্ত ভারতের হিস্যা	
জানুয়ারি	০১-১০	১,০৭,৮৭৪	৬৭,৮৭৪	৬৭,৮৭৪	৪০,০০০	৪০,০০০	৮৫,৩১৬
	১১-২০	৯৮,৫৪৩	৫৮,৫৪৩	৫৮,৫৪৩	৪০,০০০	৪০,০০০	৭০,৮২৭
	২১-৩১	১,০৪,০৮৮	৬৪,০৮৮	৬৪,০৮৮	৪০,০০০	৪০,০০০	৬৯,৯৯০
ফেব্রুয়ারি	০১-১০	১,০২,১৬০	৬২,১৬০	৬২,১৬০	৪০,০০০	৪০,০০০	৬৭,৩৬৪
	১১-২০	৯৭,৬২১	৫৭,৬২১	৫৭,৬২১	৪০,০০০	৪০,০০০	৫৯,৩৭৬
	২১-২৮	৮১,৮৭৭	৪১,৮৭৭	৪১,৮৭৭	৪০,০০০	৪০,০০০	৪৭,৮৯১
মার্চ	০১-১০	৬৯,৮৪৩	৩৪,৯২২	৩৪,৯২২	৩৪,৯২২	৩৪,৯২২	৪২,৩৭২

প্রাপকঃ BSS/UNB/দৈনিকইত্তেফাক/জনকণ্ঠ/প্রথমআলো/সংবাদ/ইনকিলাব/দিনকাল/সমকাল/যুগান্তর/কালেরকণ্ঠ/নয়াদিগন্ত/ভোরের কাগজ/যায় যায় দিন/সকালের খবর/আমাদের সময়/The Daily Star/The Independent/The New Nation/The News Today/Daily Sun/New Age/BTV (ইমেইলে প্রেরিত) JRC web site: www.jrcb.gov.bd

১২/০৩/২০২৩

(ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন)
সদস্য
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ